ইউনিট ১০

বাংলাদেশের জনসম্পদ

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে আর্থ-সামাজিক অনেক সমস্যার মূলে রয়েছে জনসংখ্যাধিক্য। এ জন্যই বাংলাদেশে জনসংখ্যাকে এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে একথা সত্য যে, এই জনসংখ্যাকে সম্পদে রূপান্তরিত করতে পারলে জনসংখ্যা তখন হবে উন্নয়নের সহায়ক। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসম্পদ এ দু'ধরনের সম্পদের সমন্বয়ে ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হয়। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, জনসম্পদের এবং কর্মদক্ষতার উৎস হল জনসংখ্যা। জনসংখ্যা একটি সক্রিয় উপাদান। বস্তুত: কাম্য পরিমাণ শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি একটি দেশের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

পাঠ- ১ বাংলাদেশে জনসংখ্যার স্বরূপ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যার প্রভাব কি তা বলতে পারবেন;
- ১৯০১ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত সময় কালে জনসংখ্যা কি পরিমাণ ও হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন;
- অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব কত তা উল্লেখ করতে পারবেন।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যার প্রভাব

অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যার গুরুত্ব অপরিসীম। জনসংখ্যা একদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি সহায়ক উপাদান; কেননা শ্রম ও সংগঠনের মত গুরুত্বপূর্ণ দুটি উৎপাদনের উপাদান সরবরাহ করে জনসংখ্যা। অপরপক্ষে জনসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অধিক হলে উন্নয়নের পথে গুরুতর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কোন দেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকলেও যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনসম্পদ না থাকে তবে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হবে না। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ব্যাহত হয়। অন্যদিকে, যদি কোন দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করতে যে পরিমাণ জনশক্তি প্রয়োজন সে পরিমাণেই থাকে, তবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

মনে রাখতে হবে যে, মানুষই প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে। এসব কাজে বহু লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। অপরদিকে, প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় কোন দেশে জনসংখ্যার পরিমাণ অধিক হলে, জনসংখ্যা তখন দেশের জন্য দায় বা বোঝা হিসেবে বিবেচিত হয়। এমতাবস্থায় অপ্রতুল সম্পদের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে জনগণের মাথাপিছু গড় আয় বা উৎপাদন কম হয়, জীবন যাত্রার মান নেমে যায়, খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়, বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়। সব মিলিয়ে উন্নয়নের গতি মন্থর হয়।

জনসংখ্যা ও ভূমির পরিমাণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। কোন দেশের মোট ভূমির তুলনায় জনসংখ্যা বেশি হলে ভূমির উপর চাপ পড়ে। মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ কম হয়, উৎপাদন ও সঞ্চয় হ্রাস পায় এবং ভোগ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, জনসংখ্যার তুলনায় ভূমিসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ বেশি থাকলে মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, আয় ও সঞ্চয় বেড়ে যায়।

বাংলাদেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এই ক্ষুদ্রায়তন দেশে প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটেছে। সারণী- ১ এ বিষয়টি দেখানো হল।

সারণী- ১ ঃ বিংশ শাতব্দিতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ

বৎসর	মোট জনসংখ্যা (কোটি)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির % হার
১৯০১	২.৮৯	.৯০
১৯১১	৩.১৬	০.৯৩
১৯২১	৩.৩৩	.৫৩
১৯৩১	৩.৫৬	.৬৯
১৯৪১	৪.২০	১.৭৯
১৯৫১	৪.৪২	০.৯২
১৯৬১	৫.৫২	২.১২
১৯৭৪	৭.৬৪	২.৭০
১৯৮১	৮.৯৯	২.৩৬
১৯৯১	১১.১০	২.১১
২০০১	১৩.৫০	১.৫০

উৎস ঃ Bangladesh Bureau of Statistics Census Report, 2002

উপরের স্মারণীতে দেখা যায় যে, ১৯০১ সালে বাংলাদেশ ভূখন্ডে মোট জনসংখ্যা ছিল ২.৮৯ কোটি অর্থাৎ ২ কোটি ৮৯ লক্ষ। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল কিছুটা মন্থর। ১৯৫১ এর পর থেকে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার লক্ষ করা যায়। ১৯৬১ সালে এদেশের জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল ৫.৫২ কোটি অর্থাৎ ৫ কোটি ৫২ লক্ষ। ১৯৯১ সালে দাড়ায় প্রায় ১১ কোটিতে। ২০০১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ১৩.৫ কোটিতে। বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকলে আগামী ২৫ বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে।

বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। আয়তন একই রয়ে গেছে অথচ লোকসংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮১ সালে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ৬২৪ জন, ১৯৯১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৭৫৫ জন। বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব পৃথিবীর মধ্যে সর্বপেক্ষা বেশি। স্মারণী- ২ এ বাংলাদেশসহ এশিয়ার কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব দেখানো হল।

স্মারণী- ২ ঃ বাংলাদেশসহ এশিয়ার কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব

দেশ	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে)
বাংলাদেশ	৮১০
ভারত	২৭৩
পাকিস্তান	১৬১
শ্রীলংকা	২৭০
চীন	১২৬
ইন্দোনেশিয়া	৯৯
মালয়েশিয়া	৫৮
দক্ষিণ কোরিয়া	১৯১

উৎস ঃ World Population Data Sheet, 2001

পৃথিবীতে এত কম আয়তন বিশিষ্ট কোন দেশে এত বেশি লোক বাস করে না। ক্ষুদ্রয়তন-এ দেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মাথাপিছু জমির পরিমাণ কমে আসছে। ক্রমবর্ধমান লোকের বসত বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কল-কারখানাসহ বিভিন্ন ভৌত কাঠামো গড়ে উঠার কারণে চাষের উপযোগী জমির পরিমাণ আরও হ্রাস পাচ্ছে। বন কেটে মানুষ বসতি স্থাপন করছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব কারণেই সরকার জনসংখ্যাকে দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে এ সমস্যা দূরীকরণে তৎপর হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

- উন্নয়নের জন্য জনসংখ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক উপাদান। শ্রম ও সংগঠন এ দু'টি উপাদান সরবরাহ করে জনসংখ্যা। কাম্য পরিমাণ শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি একটি দেশের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।
- বাংলাদেশে প্রায় সকল সমস্যার মূলে রয়েছে জনসংখ্যাধিক্য সমস্যা। তাই এটি এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত।
- পৃথিবীর যে কোন দেশের তুলনায় বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি - ৮১০ জন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ অনুশীলনী ৮.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা কত ছিল?

ক. ১২.০০ কোটি খ. ১১.১০ কোটি

গ. ১০.৮০ কোটি ঘ. ১০.০০ কোটি

২। ১৯৮১ সালে বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব কত ছিল?

ক. ৭০০ জন খ. ৬২৪ জন

গ. ৫২০ জন ঘ. ৬৫০ জন

রচনামূলক

১। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে জনসংখ্যার সম্পর্ক বর্ণনা করুন?

পাঠ- ২ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- জনসংখ্যা ও নিম্নমানের জীবযাত্রার সম্পর্ক কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- জনসংখ্যা কিভাবে খাদ্য ঘাটতির সৃষ্টি করে তা বলতে পারবেন;
- জনসংখ্যা কিভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিঘ্ন সৃষ্টি করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে জনসংখাধিক্যের প্রভাব

বাংলাদেশ একটি জনবহুর দেশ। এই জনসংখ্যাধিক্যের কারণে সৃষ্ট সমস্যাবলী সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলঃ

১। **দারিদ্র ও জীবনযাত্রার নিম্মান ঃ** বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান খুবই নিম্ন পর্যায়ের। এদেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা দারিদ্র ও অশিক্ষিত জনগোষ্ঠির মধ্যেই বেশি। ফলে দারিদ্রের দ্রুত প্রসার ঘটছে এবং সমাজে বিত্তহীনদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বর্তমানে ২৮৩ মার্কিন ডলার। নিম্ন আয় সম্পন্ন এ দেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কম। এই মানুষগুলো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয় না, তারা নানা বঞ্চনার শিকার হয়।

২। **খাদ্য ঘাটতি ঃ** বাংলাদেশে কৃষিতে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটেছে খুবই সীমিত আকারে। কৃষিকাজে যতটা মূলধন নিয়োগ করা প্রয়োজ তাও অপর্যাপ্ত। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই আছে। দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনসমষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন না হওয়ায় খাদ্য ঘাটতি লেগেই আছে। প্রতি বছর গড়ে প্রায় ২০ থেকে ৩০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানী করতে হয়। সম্প্রতি প্রাকৃতিক দুর্যোগমুক্ত কোন কোন বছরে বাংলাদেশ খাদ্য শস্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের কাছাকাছি পৌঁছাতে সক্ষম হলেও দুর্যোগপূর্ণ বছরে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ বেড়ে যায়।

৩। **কৃষি জমির উপর চাপ ঃ** দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের সীমিত চাষযোগ্য জমির উপর জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮১ সালে বাংলাদেশে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ছিল ০.৩৩ একর। ১৯৯১ সালে এই পরিমাণ কমে দাড়িয়েছে ০.২৯ একরে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমিগুলো খন্ড-বিখন্ড এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। দরিদ্র কৃষক, প্রান্তিক কৃষক ও ভূমিহীনদের সংখ্যা বিগত বছরগুলোতে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বর্তমানে মোট কৃষকের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ।

৪। **বেকার সমস্যা ঃ** দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের বেকার সমস্যা আরো প্রকটতর করে তুলছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি আশানুরূপ বৃদ্ধি না পাওয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা সীমিত হয়ে যাচ্ছে। ফলে কেবার সমস্যা দিন দিন তীব্র আকার ধারণ করছে।

৫। **শিল্পোন্নয়নের সমস্যা ঃ** বাংলাদেশ শিল্পোন্নয়নে খুবই পশ্চাদপদ। ব্যাপক অশিক্ষার কারণে আমাদের অধিকাংশ শ্রমিকই অদক্ষ। অধিক জনসংখ্যার কারণে জীবনযাত্রার নাম নিচু এবং তারা শারীরিক দিক দিয়েও দুর্বল। শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যোগানও সীমিত। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য অনুপাৎদনশীল ব্যয় বৃদ্ধি পায় ও সঞ্চয় কম হয়। সুতরাং বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের অভাব লক্ষ করা যায়।

৬। **মূলধন গঠনের সমস্যা ঃ** অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং মূলধন গঠন একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে পরিবারের আয়তন বড়। আমাদের সঞ্চয়ের হার অন্যান্য দেশের খুবই তুলনায় কম। কাজেই শিল্প ও বাণিজ্যে মূলধনের অভাব দেখা যায়।

৭। **নির্ভরতার হার বেশি ঃ** দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নির্ভরতার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে ১৫ বছর থেকে ৬০ বছর বয়সী জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। অর্থাৎ বাকী অর্ধেক লোক পরনির্ভরশীল এবং অনুৎপাদনশীল। এ ধরনের নির্ভরতা গোটা সমাজের অগ্রগতির পথে বাঁধাস্বরূপ।

৮। **উন্নয়নের সুফল কেন্দ্রীভূত ঃ** অধিকহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং একই সঙ্গে উন্নয়নের গতি মন্থর হওয়ার কারণে সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফল ভোগ করছে, আয় ও সম্পদ ব্যবহারে বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে, বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

৯। **স্বাস্থ্যহীনতা ও অপুষ্টি ঃ** দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ব্যাপক দারিদ্র, পরিমিত স্বাস্থ্য সুবিধার অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ইত্যাদি কারণে স্বাস্থ্যহীনতা ও অপুষ্টি এদেশে একটি স্বাভাবিক অবস্থার রূপ নিয়েছে। বিশেষ করে প্রসূতি অবস্থায় চিকিৎসার সুবিধা না থাকায় মা ও শিশু মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশি।

১০। **দুরারোগ্য রোগ ঃ** জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে একদিকে খাদ্য ও পুষ্টির যেমন অবনতি ঘটছে অন্যদিকে সামাজিক পরিবেশেরও দ্রুত অবনতি ঘটছে, অসামাজিক কার্যকলাপ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ একে অন্যের সংস্পর্শে আসছে। এর ফলে 'এইডস' নামক একপ্রকার দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে। হিউম্যান ইমিউনো-ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (HIV) নামক এক প্রকার অতি সূক্ষ ভাইরাস মানবদেহে প্রবেশ করে এ রোগের সৃষ্টি করে। এ রোগকে বলা হয় Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে এ রোগের বিস্তার ঘটেছে। বাংলাদেশ এর বাইরে নয়। বাংলাদেশের বেশ কিছু লোক এ রোগের শিকার হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে এক কোটিরও বেশি লোক এ রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এই রোগের নির্ভরযোগ্য কোন প্রতিষেধক ঔষধ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। এ রোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে সুষ্ঠু ও সুন্দর সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। মানুষের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের বহু সমস্যার মূলে রয়েছে এই দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণসমূহ

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে বাংলাদেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার পরিমাণ অনেক বেশি। অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের মত বাংলাদেশের জনসংখ্যার উচ্চহারের পেছনে যেসব কারণ আছে তাদেরকে মোটামুটিভাবে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দুভাগে ভাগ করে দেখানো যায়। নিম্নে এগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলঃ

ক) সামাজিক কারণ

১। **শিক্ষার অভাব ঃ** বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর। শিক্ষার অভাবে তারা নিজেদের ভালমন্দ বুঝতে সক্ষম হন না। তাদের মধ্যে দূরদর্শিতা ও দায়িত্ববোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষার অভাবে এই অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পারে না। এজন্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী আশানুরূপ সাফল্য অর্জনে সক্ষম হচ্ছে না।

২। **নারী শিক্ষার অভাব ঃ** বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। পুরুষের তুলনায় নারী এ দেশে শিক্ষায় পশ্চাৎপদ। শিক্ষার অভাব ও রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য মেয়েরা ন্যূনতম স্বাধীনতা থেকেও বঞ্চিত। তাই তারা পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচীতে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে না।

৩। **সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার ঃ** বাংলাদেশে বহুবিধ সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার প্রচলিত আছে। অশিক্ষা ও ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যই আজো সমাজে গোঁড়ামী ও কুসংস্কার বিরাজমান। এই গোঁড়ামী ও কৃসংস্কার এদেশে উচ্চ জন্মহারের জন্য বিশেষভাবে দায়ী।

৪। **বাল্য বিবাহ ও বহুবিবাহ ঃ** বাংলাদেশে, বিশেষ করে গ্রামীন সমাজে বাল্য বিবাহ প্রচলিত আছে। এখনও শতকরা ৫০ জনের বিবাহকে বাল্য বিবাহ হিসেবে গণ্য করা যায়। ১৮ বছর বয়স হবার আগেই অনেক মেয়ের বিয়ে হয়। তারা অনেক কম বয়সে বৈবাহিক জীবন শুরু করে। দীর্ঘ বৈবাহিক জীবনে অনেক সন্তান জন্ম লাভ করে। তাছাড়া এ দেশে বহু বিবাহ এখনও চালু আছে এবং উচ্চ জন্মহারের এটি অন্যতম কারণ। বাল্যবিবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য কাবিন নিবন্ধনকরণ বাধ্যতামূলক করা হলেও এটা অনেকে এড়িয়ে যান। কাবিন নিবন্ধন না করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কাবিনের শর্তাবলী ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই জানা উচিৎ।

৫। **পুত্র সন্তান কামনা ঃ** বাংলাদেশের অনেক পিতামাতা পর পর কয়েকটি কন্যা সন্তান হওয়ার পরও পুত্র সন্তান কামনা করেন। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরও বেড়ে যায়।

৬। **জলবায়ু ঃ** উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা অপেক্ষাকৃত কম বয়সে বয়ঃসন্ধি লাভ করে। অতি অল্প বয়সেই জনক জননী হয় এবং এ কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

খ) অর্থনৈতিক কারণ

১। **দারিদ্র ঃ** বাংলাদেশের বেশির ভাগ লোক দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে এবং এই দারিদ্র জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। জনসংখ্যাধিক্যের সমস্যার সঙ্গে তারা মোটেই পরিচিত নয়। অশিক্ষা, চিত্তবিনোদনের সুযোগের অভাব, পরিকল্পিত জীবন ধারা সম্পর্কে অজ্ঞতা অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী।

২। **জীবযাত্রার নিম্মান ঃ** বাংলাদেশে জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিচু। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা সুবিধাসহ ন্যূনতম চাহিদা তাদের অপূরণীয় থেকে যায়। এদেশের সাধারণ জনগণ উচ্চাখা *ক্ষা ও উন্নত জীবনযাত্রা সম্বন্ধে* নিরাসক্ত। সন্তান সন্ততি পালনের ব্যয় কম, তাদেরকে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার স্পৃহা কম। ফলে পিতা-মাতাগণ অধিক সন্তান লাভে কোন দ্বিধা অনুভব করেন না।

৩। **কৃষি প্রধান অর্থনীতি ঃ** বাংলাদেশের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। কৃষকগণ কৃষিকাজের সুবিধার্থে অধিক সন্তান কামনা করে এবং এটা উচ্চ জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

৪। **শিশু মৃত্যুর হার ঃ** বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর হার অনেক বেশি। যেহেতু জন্মের পরে অনেক শিশু বেঁচে থাকেনা তাই এই অনিশ্চয়তা কাটিয়ে উঠতে মা-বাবা বেশি শিশু জন্মের ব্যাপারে আগ্রহী।

৫। **নির্ভরশীলতা ঃ** বাংলাদেশের সমাজে র্নিভরশীলতার হার বেশি। বৃদ্ধ বয়সে এই নির্ভরশীলতা যাতে অনেক সন্তানের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায় এজন্য অধিক সন্তান জন্ম দেওয়ার প্রবণতাও বেশি। সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকায় একাধিক সন্তানের উপর এই নির্ভরশীলতা বিস্তৃত করতে অধিক সন্তানের জন্ম দেওয়ার ব্যাপারে মা-বাবা আগ্রহী।

বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশেও গত ৩-৪ দশকে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে মৃত্যু হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। যেমন, ১৯০১ সালে মৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে ৪৫ জন, ১৯১৩ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৩০ জন। ১৯৯১ সালে মৃত্যুহার হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতি হাজারে ১৩ জন।

একদিকে উচ্চ জন্মহার অব্যাহত রয়েছে, অন্যদিকে মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। ফলে নীট জনসংখ্যার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশের মত একটি জনবহুল দেশে জনসংখ্যাধিক্য যে সমস্ত সমস্যার সৃষ্টি করে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল : দারিদ্র, খাদ্য ঘাটতি, কৃষি জমির উপর চাপ, বেকার সমস্যা, শিল্পোন্নয়নের সমস্যা, মূলধন গঠনের সমস্যা, নির্ভরতার হার বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যহীনতা, অপুষ্টি, রোগব্যাধি ইত্যাদি।
- বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলোকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক এ দুভাগে ভাগ করা যায়। উভয়ক্ষেত্রেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনেকগুলো কারণ রয়েছে।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। জনসংখ্যা ও নিম্ন জীবনযাত্রার সম্পর্ক কি তা আলোচনা করুন।
২। জনসংখ্যা কি করে খাদ্য ঘাটতির সৃষ্টি করে তা বুঝিয়ে বলুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সামাজিক কারণগুলো বর্ণনা করুন।
২। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অর্থনৈতিক কারণগুলো বর্ণনা করুন।

পাঠ- ৩ জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায় কি তা বলতে পারবেন;
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি কিভাবে জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান আনতে পারে তার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

বাংলাদেশ জনসংখ্যা সমস্যায় জর্জরিত। দেশের জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করা অর্থনেতিক সমস্যা সমাধানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্য যে সব উপায় অবলম্বন করা যায় তা আলোচনা করা হলঃ

১। **অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ** জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের অন্যতম প্রধান উপায় হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ও সুষ্ঠু ব্যবহার, দ্রুত শিল্পায়ন, কৃষির আধুনিকীকরণ, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং একই সাথে মানব সম্পদের উন্নয়ন সাধন করে অর্থনেতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে হবে। উন্নত জীবনের ছোঁয়া পেলে জনসাধারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানোর যৌক্তিকতা খুঁজে পাবে, পরিবার ছোট রাখতে উৎসাহী হবে এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রসার হবে।

২। **জনসংখ্যার পুনঃবন্টন ঃ** বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল বা জেলাগুলোর মধ্যে জনসংখ্যার ঘনত্বের বেশ পার্থক্য আছে। যেমন, ঢাকা বা কুমিল্লা জেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি। অথচ সে তুলনায় দেশের হাওড় অঞ্চল, পাহাড়ী এলাকা বা উত্তরাঞ্চলের এলাকাগুলোতে এই ঘনত্ব অনেক কম। এমতাবস্থায়, জনসংখ্যার পুনঃবন্টনের মাধ্যমে জনসংখ্যা সমস্যার কিছুটা সমাধান করা যেতে পারে।

৩। **আন্তর্জাতিক স্থানান্তর ঃ** পৃথিবীর যে সব দেশ ঘনবসতিপূর্ণ সে সব দেশ থেকে কম ঘনবসতিপূর্ণ দেশে লোক পাঠানো যেতে পারে। কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ প্রয়োজনীয় সংখ্যক মানুষের অভাবে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। ঘনবসতিপূর্ণ দেশ থেকে এসব দেশে মানুষের স্থানান্তরের সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে। অতীতেও এরূপ গটেছে। কিন্তু বর্তমানে এ ব্যবস্থার সুযোগ সীতিত; অনেক দেশ আইন করে বিদেশীদের আগমনের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে।

৪। **শিক্ষা বিস্তার ঃ** জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্য দেশে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন। উচ্চ জন্মহারের অসুবিধা, শিশু মৃত্যু প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণের সম্যক উপলব্ধি গড়ে তুলতে শিক্ষার প্রসার আবশ্যক। শিক্ষিত জনগণ জীবনযাত্রার মান উঁচু রাখার জন্য পরিবারের আয়তন সীমিত রাখে। তাই ছোট পরিবারের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলতে শিক্ষা সুদূর প্রসারী অবদান রাখতে পারে।

৫। **কর্মসংস্থানের বহুমুখীকরণ ঃ** বাংলাদেশে বিভিন্নমুখী কর্মসংস্থান - কুটির শিল্প স্থাপন, হাঁস-মুরগী ও পশু পালন, মৎস্য চাষ, পোষাক তৈরি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সংযোজন শিল্প ইত্যাদি গড়ে তুলতে পারলে কর্মসংস্থান, বিশেষ করে মহিলাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। ফলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পাবে। এজন্য কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার আবশ্যক।

৬। **আইন প্রণয়ন এবং যথাযথ বাস্তবায়ন ঃ** বাংলাদেশে সরকার ঘোষিত আইন কার্যকারী করে জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করা যায়। বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ রোধকল্পে বিয়ের ন্যূনতম বয়স পুরুষের জন্য ২১ বছর এবং মেয়েদের জন্য ১৮ বছর বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এর প্রয়োগ খুবই কম। ব্যাপক প্রচার ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি করে এ আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

৭। **পরিবার পরিকল্পনা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন ঃ** জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায় হল পরিকল্পিত পরিবার গড়ে তোলা। সুপরিকল্পিত উপায়ে পরিবারের সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করাকে পরিবার পরিকল্পনা বলে। শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে সচেতনতা সৃস্টি করে ও সমাজের গোঁড়ামী দূর করে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি জনপ্রিয় করা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ করা সম্ভব।

৮। **মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি ঃ** মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনা যায়। মা যদি পর পর অধিক সন্তান জন্ম দেয় তাহলে মা ও শিশু উভয়ই রোগাক্রান্ত হযে পড়ে। মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে মানুষ অধিক সন্তানের কামনা বাদ দিবে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে যাবে।

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্য যে সব উপায় অবলম্বন করা যায় তা হলঃ
  ক) অর্থনেতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা;
  খ) জনসংখ্যার পুনঃবন্টন করা;
  গ) মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি;
  ঘ) শিক্ষার বিস্তার;
  ঙ) কর্মসংস্থান গড়ে তোলা;
  চ) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
  ছ) পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। অর্থনেতিক উন্নয়ন কিভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাতে সাহায্য করে?

২। জনসংখ্যার পুনঃবন্টন ও আন্তর্জাতিক স্থানান্তর বলতে কি বুঝায় তা আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায়গুলো আলোচনা করুন।

পাঠ- ৪ বাংলাদেশের জনসংখ্যার বণ্টন ও এর বৈশিষ্ট্যসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামোগত বন্টন ও বেশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- ঘনত্ব অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যার বিস্তরন বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের মানুষের উপজীবিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

কোন দেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব বহুলাংশে নির্ভর করে সে দেশের জনসংখ্যার গঠন ও কাঠামোর বৈশিষ্ট্যের ওপর। বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এ দেশের জনসংখ্যা সর্বত্র সমানভাবে বণ্টিত নয়। বাংলাদেশের জনসংখ্যার গঠন ও কাঠামোতে কতগুলো বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার বণ্টন ও এর বৈশিষ্ট্য

জনসংখ্যার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করলে বাংলাদেশের জনসংখ্যার গঠন ও কাঠামোতে নিম্নলিখিত বৈশিস্ট্যসমূহ দেখতে পাওয়া যায়-

১। **জনসংখ্যার আয়তন ঃ** জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশের স্থান বিশ্বে নবম এবং মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে তৃতীয়। বাংলাদেশে আয়তন অনুযায়ী জনসংখ্যার ঘনত্ব অধিক। ১৯৯৮ সালের গণনা অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ১১.১৪ কোটি। বর্তমানে এর পরিমাণ প্রায় ১২.৯২ কোটি।

২। **জনসংখ্যার ঘনত্ব ঃ** বাংলাদেশ অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। ১৯৮১ সালে এ দেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৬০৫ জন। ২০০১ সালে জনসংখ্যার ঘনত্ব দাঁড়ায় ৮৭৬ জনে। বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব সর্বত্র সমান নয়। সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল হলো ঢাকা এবং বিরল জনবসতি অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রাম।

জনসংখ্যার ঘনত্ব ১৯৭৪-২০০১

সাল	ঘনত্ব (প্রতি বর্গকিলোমিটারে)
১৯৭৪	৪৯৭
১৯৮১	৬০৫
১৯৯১	৭৫৫
১৯৯৫	৮১৩
২০০১	৮৭৬

উৎস ঃ অর্থনৈতিক জরিপ- ২০০১

৩। **জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ঃ** বাংলাদেশে জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.১৭%। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪৮%।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

সাল	বার্ষিক হার শতকরা %
১৯৬১	২.১২
১৯৭৪	২.৮৭
১৯৮১	২.৩১
১৯৯১	২.১৭
১৯৯৮	১.৮১
২০০১	১.৪৮

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০০১

৪। **বয়স অনুযায়ী জনসংখ্যার বণ্টন ঃ** বাংলাদেশের জনসংখ্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বয়সের প্রাধান্য। ১৯৯১ সালের গণনা অনুযায়ী দেশের প্রায় অর্ধেক লোক পরনির্ভরশীল শিশু-কিশোর। এ ছাড়া পরনির্ভরশীল দলে কিছু বৃদ্ধ লোকও রয়েছে। তবে প্রায় অর্ধেক লোক কর্মক্ষম।

জনসংখ্যার ঘনত্ব ১৯৭৪-২০০১

বয়স ক্রম	পুরুষ %	মহিলা %	গড় %
০-১৪	৪৬.৫	৪৬.৮	৪৬.৬
১৫-৫৯	৪৭.৪	৪৮.২	৪৮.৮
৬০+	৬.১	৫.১	৫.৬
মোট	৫১.৬	৪৮.৪	১০০

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই- ১৯৯৫

৫। **নারী-পুরুষ অনুপাত ঃ** বাংলাদেশে নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অধিক। ২০০১ সালের হিসাব মতে, বাংলাদেশে পুরুষ ও মহিলার অনুপাত ১০৩:১০০। অল্প বয়সে বিবাহ, অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ, সন্তান প্রসবকালনি মৃত্যু প্রভৃতি কারণে এ দেশে নারী মৃত্যুহার বেশি।

৬। **জন্ম ও মৃত্যুহার অনুযায়ী জনসংখ্যার বণ্টন ঃ** বাংলাদেশে জন্ম ও মৃত্যুর হার অপেক্ষাকৃত হ্রাস পেয়েছে। তবুও উন্নত দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের জন্ম ও মৃত্যুর হার বেশি। তন্মধ্যে পুরুষের চেয়ে মহিলার মৃত্যুর হার বেশি। ১৯৯১ সালের হিসাব অনুযায়ী প্রতিহাজারে জন্মহার ৩২ জন এবং মৃত্যুহার ১১ জন।

জন্মহার ও মৃত্যুহার ১৯৭৪-২০০০

সাল	জন্মহার প্রতি হাজার	মৃত্যুহার প্রতি হাজারে
১৯৭৮	৪৭.৪	১৯.৪
১৯৮১	৩৪.৬	১১.৫
১৯৯১	৩২.০০	১১.০০
২০০০	২৩.৬	৮.০

উৎস ঃ ১. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই, ১৯৯৯ এবং ২. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০০০

৭। **আয়ু অনুযায়ী জনসংখ্যার বণ্টন ঃ** পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের জনগণের গড় আয়ু অনেক কম। বর্তমান এটি গড়ে ৬১.৫ বছর। চিকিৎসার অপ্রতুলতা, দারিদ্র্য, অধিক শিশুমৃত্যুর হার প্রভৃতি কারণে এ দেশে মানুষের আয়ু অনেক কম।

আয়ু অনুযায়ী জনসংখ্যা ১৯৭৪-২০০০

সাল	পুরুষ	মহিলা	গড়
১৯৭৪	৪৬	৪৭	৪৬.৫
১৯৮১	৫৫	৫৪	৫৪.৫
১৯৯১	৫৬.৪	৫৫.৪	৫৫.৯
১৯৯৮	৫৯.৪	৫৯.২	৫৯.৩
২০০০	৬০.৮০	৫৯.৬০	৬০.২০

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ১৯৯৮-২০০০।

৮। **গ্রাম ও শহরের জনসংখা ঃ** বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে। তবে শহরে জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ৯.৪৭ কোটি লোক গ্রামে এবং ১.৬৭ কোটি লোক শহরে বাস করে।

গ্রাম ও শহরভিত্তিক জনসংখ্যা- ১৯৭৪-২০০০

সাল	গ্রাম (কোটি)	শহর (কোটি)	মোট (কোটি)
১৯৭৪	৬.৯৪	০.৭৯	৭.৬৪
১৯৮১	৭.০৮	১.২০	৯.০০
১৯৯১	৯.৪৭	১.৬৭	১১.১৪
১৯৯৮	১০.০৮	২.৫২	১২.৬০
২০০১	১.৯৫	৩.৫৭	১২.৯২

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০০১

৯। **ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা বণ্টন ঃ** বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এ দেশের মোট জনসংখ্যার ৮৫.৪% মুসলমান, ১৩% হিন্দু, ১.৬% বৌদ্ধ, খৃস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী।

১০। **ভাষাভিত্তিক সংখ্যা বণ্টন ঃ** বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলা। এ দেশের শতকরা ৯৯% লোকের মাতৃভাষা বাংলা। অবশিষ্ট ১% লোক ইংরেজি, আরবি, উর্দু ও উপজাতীয় ভাষায় কথা বলে।

১১। **শিক্ষিতের হার অনুযায়ী জনসংখ্যা বণ্টন ঃ** বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার খুবই কম। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ৩২.৪% লোক অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন এবং অবশিষ্ট ৬৭.৬% লেঅক নিরক্ষর। বর্তমানে (২০০১) বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার প্রায় ৩৫.৫%।

বাংলাদেশে শিক্ষার হার- ১৯৭৪-২০০১

সাল	শিক্ষার হার %	সাল	শিক্ষার হার %
১৯৭৪	২০.২%	১৯৯১	৩২.৪%
১৯৮১	২৩.৮%	২০০১	৬৫.৫%

উৎস ঃ বাংলাদেশ অথনৈতিক সমীক্ষা- ২০০১

১২। **উপজীবিকাভিত্তিক জনসংখ্যা বণ্টন ঃ** বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩৭% কর্মজীবী। এদের মধ্যে ৯০% পুরুষ এবং ১০% নারী। বাংলাদেশ কর্মজীবী লোকদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৭৫% কৃষিকাজে, ২৫% চাকরি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যঅদিতে নিয়োজিত রয়েছে।

১৩। **জেলাভিত্তিক জনসংখ্যা বণ্টন ঃ** বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে সর্বাধিক জনসংখ্যা ঢাকা জেলায়। সবচেয়ে কম জনসংখাযুক্ত জেলা হলো বান্দরবান ও রাঙামাটি।

জেলাভিত্তিক জনসংখ্যা- ১৯৯১

ঘনবসতিপূর্ণ জেলা	জনসংখ্যা হাজারে	কম ঘনবসতিপূর্ন জেলা	জনসংখ্যা হাজারে
ঢাকা	৬১৬৩	বান্দরবান	২৪৬
চট্টগ্রাম	৫৭৪৪	খাগড়াছড়ি	৩৬৫
কুমিল্লা	৪২৬৩	রাঙামাটি	৪৩০

উৎস ঃ বাংলাদেশ অথনৈতিক সমীক্ষা- ১৯৯৮

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ হলেও এ দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব সর্বত্র সমান নয়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণে এ দেশের জনসংখ্যার গঠন ও কাঠামোতে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আয়তনে ক্ষুদ্র অথচ অদিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশের জনসংখ্যার বণ্টন বৈচিত্র্যময়।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার বিস্তরণ

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান নবম কিন্তু আয়তনের দিক দিয়ে এর স্থান নব্বইতম। বর্তমানে এ দেশে (১৯৯৯) জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৮৭৬ জন এবং এ ঘনত্ব খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এ দেশের জনসংখ্যা সর্বত্র সমানভাবে বণ্টিত নয়। ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থা, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে জনবসতি গড়ে ওঠে। এ সকল উপাদানের প্রভাব সর্বত্র সমান নয় বলে বিভিন্ন অঞ্চলের জনসংখ্যার ঘনত্বের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

জনবসতির ঘনত্ব অনুযায়ী জনসংখ্যার বণ্টন

জনসংখ্যার ঘনত্বের পার্থক্য অনুযায়ী বাংলাদেশের জনবসতিকে প্রধানত দুইভাগে ও কয়েকটি উপভাগে ভাগ করা যায়। নিচের ছকে তা দেখানো হলো-

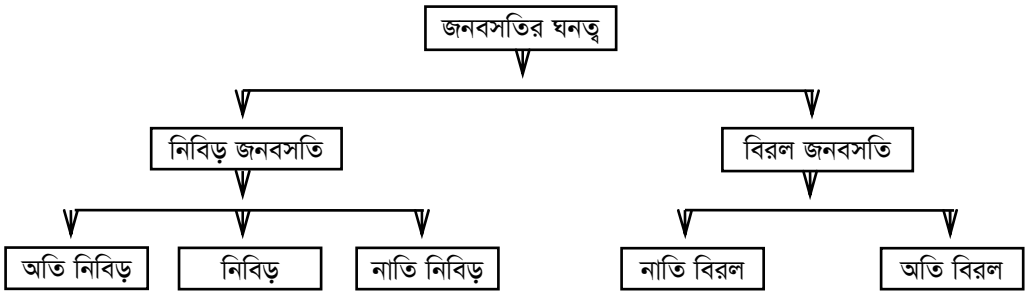

ক. নিবিড় জনবসতি অঞ্চল ঃ বাংলাদেশের যেসব অঞ্চলে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৫০০ জনের অধিক লোক বাস করে, সেসব অঞ্চলকে নিবিড় জনবসতি অঞ্চল বলা হয়। এ জনবসতি অঞ্চল বলা হয়। এ জনবসতি অঞ্চলকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১। **অতিনিবিড় জনবসতি অঞ্চল ঃ** যেসব অঞ্চলের জনবসতি প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০০০ জনের অধিক, সে সব অঞ্চলকে অতিনিবিড় জনবসতি অঞ্চল বলে। বৃহত্তর ঢাকা ও কুমিল্লা জেলা এ অঞ্চলের অন্তর্গত। সাবেক ঢাকায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১৭০০ জন এবং কুমিল্লায় ১৩৫০ জন লোক বাস করে।

তবে নতুন ঢাকা জেলায় জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটার ৩৫০০ জনেরও বেশি। তন্মধ্যে মেট্রোপলিটন ঢাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব সর্বাধিক। জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক দিয়ে এ অঞ্চলে নারায়ণগঞ্জ জেলা দ্বিতীয়, নরসিংদী তৃতীয, কুমিল্লা চতুর্থ, চাঁদপুর পশ্চম এবং মুন্সীগঞ্জ ষষ্ঠ। কৃষিকাজের সহজ ব্যবস্থা, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নত বলে এ অঞ্চলে জনবসতি অতি নিবিড়।

২। **নিবিড় জনবসতি অঞ্চল ঃ** যেসব অঞ্চলের জনবসতি প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৭৫১-১০০০ - এর মধ্যে তাকে নিবিড় জনবসতি অঞ্চল বলে। বৃহত্তর চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, জামালপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, উর্বর পলল মৃত্তিকা এবং প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাতের দরুন কৃষিকাজ সহজ বলে এ অঞ্চল নিবিড় বসতি অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

৩। **নাতিনিবিড় জনবসতি অঞ্চল ঃ** যেসব অঞ্চলে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৫০১-৭৫০ জনের মধ্যে লোক বাস করে সেসব অঞ্চলকে নাতিনিবিড় জনবসতি অঞ্চল বলে। বৃহত্তর বরিশার, কুষ্টিয়া, যশোর, রাজশাহী, দিনাজপুর, সিলেট প্রভৃতি জেলা এ জনবসতি অঞ্চলের অন্তর্গত।

চিত্র ঃ বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব

এ অঞ্চলের অধিকাংশ নদী মৃতপ্রায় বলে বর্ষাকালে খুব কম পলি সঞ্চিত হয় এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণও অপেক্ষাকৃতভাবে কম। তাই এ অঞ্চল কৃষিজ ফসলের উৎপাদন কম বলে জনসংখ্যার ঘনত্বও কিছুটা কম। এ ছাড়া এ অঞ্চল ব্যবসায় বাণিজ্যে এবং কলকারখানায়ও অনুন্নত।

খ. বিরল জনবসতি অঞ্চল ঃ যে সকল অঞ্চলের জনবসতি প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৫০০ জনের নিচে সেসব অঞ্চলকে বিরল জনবসতি অঞ্চল বলে। বিরল জনবসতি অঞ্চলকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১। **নাতিবিরল জনবসতি অঞ্চল ঃ** যেসব অঞ্চলে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ২৫১-৫০০ জনের মধ্যে লোক বাস করে তাকে নাতিবিরল জনবসতি অঞ্চল বলে। বৃহত্তর খুলনা ও পটুয়াখালী জেলা নাতিবিরল জনবসতি অঞ্চলের অন্তর্গত।

২। **অতিবিরল জনবসতি অঞ্চল ঃ** বাংলাদেশের যেসব অঞ্চলের লোকবসতি প্রতি বর্গকিলোমিটারে ২৫০ জনের কম, সেসব অঞ্চলকে অতিবিরল জনবসতি অঞ্চল বলা হয়। শুধু বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা এ অঞ্চলের অন্তর্গত। এ অঞ্চলের লোকবসতি প্রতি বর্গকিলোমিটারে মাত্র ৭৩ জন।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এ দেশের সর্বত্র জনসংখ্যার বণ্টন সমান নয়। তাই জনসংখ্যা বণ্টনের সুনির্দিষ্ট কাঠামো প্রদান করা কষ্টকর। ভূপ্রকৃতি, মৃত্তিকা, জলবায়ু, পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থা, শিক্ষা, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, নগরায়ণ প্রভৃতি নিয়াতক দ্বারা জনসংখ্যার বণ্টন বিশেষভাবে প্রভাবিত।

বাংলাদেশের জনগণের প্রধান উপজীবিকা

কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। দেশের মোট কর্মক্ষম জনসংখ্যার শতকরা ৭৫% কৃষিকাজে এবং অবশিষ্ট ২৫% শিল্পে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও চাকরিতে নিয়োজিত রয়েছে।

বাংলাদেশের মানুষের উপজীবিকা

নিচে বাংলাদেশের মানুষের প্রধান প্রধান উপজীবিকা আলোচনা করা হলো-

১। **কৃষিকাজ ঃ** কৃষিকাজ বাংলাদেশের মানুষের প্রধান উপজীবিকা। দেশের মোট কর্মক্ষম জনসংখ্যার ৭৫% লোক প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকাজ করে জীবিকানির্বাহ করে।

২। **শিল্পকারখানা ঃ** বাংলাদেশে বহু শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে। এসব শিল্পকারখানায় কাজ করে শতকরা ৪% লোক জীবিকানির্বাহ করে থাকে।

৩। **ব্যবসায়-বাণিজ্য ঃ** বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪% লোক ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকানির্বাহ করে থাকে।

৪। **চাকুরী ঃ** বাংলাদেশের শিক্ষিত লোকের অধিকাংশই সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধাস্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে জীবিকানির্বাহ করছে।

৫। **পশুপালন ও পশুশিকার ঃ** বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক লোক পশুপালন ও পশুশিকার করে জীবিকানির্বাহ করে থাকে।

৬। **বনজ সম্পদ সংগ্রহ ঃ** বাংলাদেশের পাহাড়িয়া অঞ্চলের অধিকাংশ লোক বনভূমির ফলমূল, কাঠ, বাঁশ, জ্বালানি, মোম, মধু প্রভৃতি বনজ সম্পদের সংগ্রহের মাধ্যমে জীবিকার্জন করে।

৭। **মৎস্যচাষ ও মৎস্যশিকার ঃ** নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রায় ১২.৫ লক্ষ লোক মৎস্যচাষ, মৎস্যশিকার এবং এ সংক্রান্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত।

৮। **খনিজসম্পদ উত্তোলন ঃ** বাংলাদেশ খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ না হলে প্রাকৃতিক গ্যাস, সিলিকা বালু, চীনামাটি, কঠিন শিলা প্রবৃতি খনিজ সম্পদ উত্তোলনের মাধ্যমেও কিছুসংখ্যক লোক জীবিকা নির্বাহ করে।

৯। **কুটির শিল্প ঃ** কুটির শিল্প এদেশের জনগণের উল্লেখযোগ্য পেশা। প্রধান প্রধান কুটির শিল্পগুলো হলো তাঁতশিল্প, মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, বিড়ি শিল্প, কাঠশিল্প, কাঁসা ও পিতল শিল্প, স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্প প্রবৃতি। এসব শিল্পে বহুলোক নিয়োজিত রয়েছে।

১০।**প্রত্যক্ষ সেবামূলক বৃত্তি ঃ** দেশের চিকিৎসক, প্রকৌশলি, আইনজীবী, শিক্ষক, অধ্যাপক তাদের নিজনিজ পেশার মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে।

বাংলাদেশের জনগনের জীবনমান উন্নত করতে হলে কেবল কৃষি নির্ভর অর্থনীতি চালু রাখলে হবেনা। সেজন্য কৃষির পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী পেশার সৃষ্টি করে সেদিকে জনগনকে উৎসাহিত করতে হবে।

পাঠ মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের অধিক জনসংখ্যার সমস্যা কি?
২। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রধান প্রধান উপজীবীকাগুলো কি কি?
৩। বাংলাদেশের জেলা ভিত্তিক জনসংখ্যার বন্টন দেখান।

রচনামূরক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের জনসংখ্যার বন্টন ও বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন।
২। বাংলাদেশের জনসংখ্যার বিস্তরন আলোচনা করুন।
৩। বাংলাদেশের জনগনের প্রধান প্রধান উপজীবীকা আলোচনা করুন।